৯. মানবাধিকার বিষয়ক তথ্য

নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়শই দেখা যায় যে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। বিভিন্নভাবে নাগরিকদের মানবাধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। এসব দেখে আমাদের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, আমাদের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের কি কোন দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য নেই। প্রশ্নগুলো এই ধরনের:

- আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতারের পর আসামীকে অজ্ঞাত স্থানে নেয় কেন?
- আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হলেও এর বাস্তবায়ন নেই কেন?
- শ্রমিক হিসেবে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে কম মজুরি পায় কেন?
- বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড হয় কেন?
- প্রান্তিক বলে থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে গেলে করতে পারি না কেন?

এ ধরনের প্রশ্ন সংক্রান্ত তথ্য জানার জন্য যে যে বিষয়ের সঙ্গে সংশিষ্ট কার্যালয়ে (যেমন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, পুলিশ ইত্যাদি) গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে। নিচে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় মানবাধিকার বিষয়ক খাতের বিভিন্ন বিষয়ে কিছু প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হলো:

১. আমরা কুষ্টিয়ার হরিজন জনগোষ্ঠীর সদস্যরা নির্যাতনের শিকার হয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে গেলে করতে পারি না। সাধারণ ডায়েরী করার নিয়মাবলীর কপি পেতে চাই।

২. প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীরা ধর্ষণের শিকার হওয়ার পর ধর্ষণকারী ধরা পড়লে স্থানীয় সালিশের মাধ্যমে মীমাংসা করতে বাধ্য করা হয়। এ সমস্যার প্রতিকারে কর্তৃপক্ষের কোন নীতিমালা আছে কি না তা জানতে চাই।

৩. আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হলেও বিভিন্ন স্থানে শিশু শ্রমিকদের কাজ করতে দেখা যায়। এ অবস্থার পরিববর্তনের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জানতে চাই।

৪. আমাদের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় চিংড়ী ঘের শ্রমিক হিসেবে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে কম মজুরী পায়। এ মজুরী বৈষম্য দূরীকরণে সরকারী নীতিমালা/পদক্ষেপ সমূহ জানতে চাই।

৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতারের পর আসামীকে অজ্ঞাত স্থানে রাখার কোন নিয়ম আছে নাকি তা জানতে চাই। থাকলে, এ সংক্রান্ত নীতিমালার কপি পেতে চাই।

এগুলো ছাড়াও এ খাতের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আরো নানা ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। তবে এখানে মনে রাখতে হবে তথ্য অধিকার আইনে কতগুলি প্রতিষ্ঠানকে বাধ্যতামূলক তথ্য প্রদান থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এরা হচ্ছে দেশের নিরাপত্তার কাজের সঙ্গে যারা জড়িত। যেমন, সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, র‍্যাব ইত্যাদি। তবে এদেরকেও মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে বাধ্য করা হয়েছে।

মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য যে যে বিষয়ের সঙ্গে সংশিষ্ট কার্যালয়ে (যেমন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়, পুলিশ ইত্যাদি) গিয়ে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে নাম ও ঠিকানাসহ জমা দিতে হয়। যদি অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কে তা জানা না থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি পরিসেবা অংশে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। (আবেদন প্রক্রিয়া সঠিকভাবে লেখার জন্যে এই লেখার শেষে সংযুক্তি -১ দ্রষ্টব্য। সেখানে আবেদনপত্র, আপিল ও অভিযোগ পত্রের নমুনা দেয়া হল।)